প্রথম আলো

তারিখ ...16-08-2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ধর্মঘট-আন্দোলন ও ভোটার তালিকার কাজে ব্যস্ত শিক্ষকেরা

সারা দেশে পড়াশোনা লাটে উঠেছে

প্রথম আলো ডেস্ক

অফিসকক্ষে বসে আছেন সহকারী শিক্ষক ওবায়দুল হক। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা হইচই করছে। মাঝেমধ্যে তিনি শ্রেণীকক্ষে গিয়ে হইচই থামানোর চেষ্টা করছেন। বেশি দুষ্টুমির জন্য কাউকে কাউকে আবার শাস্তিও দিচ্ছেন।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভোলার দৌলতখান উপজেলার দুর্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এই দৃশ্য দেখা গেল। ওবায়দুল হক জানালেন, স্কুলের চারজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই ভোটার তালিকার কাজ করছেন। সকালেই তারা কাজে বেরিয়ে গেছেন। তার একার পক্ষে ক্লাস নেওয়া বা ছাত্রছাত্রীদের সামলানো অসম্ভব ব্যাপার।

সারা দেশে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলার কারণে কয়েক দিন ধরে সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ে একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। চলতি বছর প্রথম দুই দফা ভোটার তালিকার কাজ করার কারণে প্রায় দুই মাস ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এ ছাড়া বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলন এবং বিভিন্ন ছুটির কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় ৫২ দিন এবং বেসরকারি প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় ৬৭ দিন বন্ধ ছিল।

ফলে বছরের সাত মাস পেরিয়ে গেলেও পাঠ্যবইয়ের চার ভাগের এক ভাগও পড়া শেষ হয়নি। স্কুলগুলোয় কোনো রকমে প্রথম [illegible] সাময়িক পরীক্ষা কীভাবে নেওয়া হবে জানেন না শিক্ষকেরা।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য সারা দেশে এক লাখ ৩৫ হাজার সহায়ক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ ভাগ স্কুলশিক্ষক। এদের বেশির ভাগই আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মুন্সিগঞ্জে মোট এক হাজার ৫১৫ জন সহায়ক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার ৫০০ জনই শিক্ষক।

ভোলার দৌলতখানে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বইয়ের প্রথম গল্পটিই পড়তে পারে না। গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের অঙ্ক তারা করতে পারে না। ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা জানান, ১ জানুয়ারি থেকে ভোটার তালিকার কাজ করার কারণে প্রায় এক মাস শিক্ষকেরা ক্লাস নিতে পারেননি। আবার ১৪ থেকে ২৮ জুন বেতনবৈষম্য দূর করার দাবিতে তারা আন্দোলন করেন। পাশাপাশি সরকারি ছুটি ছিল প্রায় ৩৭ দিন। এরপরই এখন আবার ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলছে।

দৌলতখানের চরপাতা পশ্চিম নলগোড়া চর লামছিপাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. রুহুল আমিন জানান, জানুয়ারিতে ভোটার তালিকার কাজের জন্য তাদের স্কুল থেকে পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজন এবং এখন দুজনকে নেওয়া হয়েছে। ফলে ছাত্রীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাতজনের মধ্যে পাঁচজন, দক্ষিণ মেদুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজনের মধ্যে দুজন ভোটার তালিকার কাজ করছেন। মেদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, তাদের চারজন শিক্ষকের মধ্যে অন্য দুজনও ছুটিতে। তাই বাধ্য হয়ে তিনি বাইরে থেকে শিক্ষক এনে স্কুল চালাচ্ছেন। পশ্চিম মেদুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের মধ্যে দুজন ভোটার তালিকার কাজ করছেন।

পড়াশোনা লাটে উঠেছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অফিসে বসে ভোটার তালিকা তৈরির কাজ করছেন। অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষে চলছে ছাত্রছাত্রীদের চিৎকার-চেঁচামেচি।

দৌলতখান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী করবীর বাবা মো. মহিউদ্দিন বলেন, ভোটার তালিকার কাজে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যবহার করা সরকারের উচিত নয়।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নূরুল ইসলাম বলেন, প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে দুই থেকে পাঁচজন পর্যন্ত শিক্ষককে ভোটার তালিকার কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখায় ক্ষতি হচ্ছে।

খুলনা নগরীর মুসলমানপাড়ার আব্দুল গণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গিয়ে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা বই বগলে চেপে চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই ছাত্র রবিউল আউয়াল বলল, 'ক্লাস হচ্ছে না, তাই বাড়ি যাচ্ছি।' জানা গেল, স্কুলের নয়জন শিক্ষকের সবাইকে ভোটার তালিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পালা করে দু-তিনজন শিক্ষক কোনোভাবে ক্লাস চালিয়ে যান। গত ১৮ দিন ধরে চলছে এই হাল।

একই দিন রূপসা উপজেলার বাগমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, প্রধান শিক্ষক লিলিয়া খাতুনসহ নয়জন শিক্ষক কমনরুমে বসে ভোটার তালিকার কাজ করছেন। তাদের সঙ্গে আছেন রূপসা থানা বিএনপির সদস্য মোল্লা খায়রুল ইসলাম। প্রশ্ন করলে শিক্ষকেরা বলেন, 'ভোটার তালিকা মিলিয়ে নিচ্ছি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নগরীর ৬২৩টি সরকারি ও ৪৫২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না। রূপসা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম শামসুর রহমান বলেন, 'এ বছর বার্ষিক ফলাফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে আছি। পরিস্থিতি সামলাতে শিক্ষকদের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।'

ডুমুরিয়া উপজেলা ও খুলনা নগর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শাহ আলম বলেন, প্রায় ছয় মাসের মধ্যে ধর্মঘট, নতুন ভোটার তালিকা তৈরি এবং আবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ [illegible] কম। ২৩ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শেষ করতে হবে। কিন্তু কীভাবে হবে বুঝতে পারছি না।

মুন্সিগঞ্জের কোর্টগাঁও এক নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেলা একটার দিকে গিয়ে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে হইচই করছে। প্রধান শিক্ষিকা রহিমা খাতুন জানান, পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই ভোটার তালিকার কাজ করছেন। একজন আছেন ছুটিতে। তিনি একাই এই কক্ষ-সেই কক্ষ দৌড়াদৌড়ি করে কোনোমতে ক্লাস নিচ্ছেন। পঞ্চাসার ইউনিয়নের ভট্টাচার্যের বাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমা রানী দাস বলেন, তার স্কুলের চারজন শিক্ষক ভোটার তালিকার কাজে ব্যস্ত। গত জানুয়ারিতেও একই অবস্থা হলে তিনি স্কুলের সাবেক ছাত্রদের দিয়ে ক্লাস চালিয়েছিলেন।

গত জানুয়ারিতে তালিকা তৈরির সময় নরসিংদীর মনোহরদী হাতিরদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকের মধ্যে ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এখন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চারজন শিক্ষককে। এই স্কুলসহ কয়েকটি স্কুলে গিয়ে জানা গেল, শিক্ষকেরা ভোটার তালিকার কাজ করতে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, ভোটার তালিকা সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধন বেশ ঝামেলার কাজ বলে মাঝেমধ্যে তারা দু-একজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যান। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুজিব আলম বলেন, সরকারি অনেক কাজ শিক্ষকদের দিয়ে করানো হয়। ফলে তাদের মধ্যে পড়ানোর আগ্রহ কমে যায়।

ঝালকাঠি সদর উপজেলার শেখেরহাট ইউনিয়নের বারুহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনজন। এদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান দুই দফা ভোটার তালিকার কাজ করছেন। তিনি বলেন, গতবারের তুলনায় এবার কাজ বেশি হওয়ায় তিনি ঠিকমতো ক্লাস নিতে পারেন না। গ্রামের অভিভাবক বিপুল মিস্ত্রি বলেন, 'স্যারগো দিয়া ভোটের কাম যত কম করানো যায় ততই পোলাপানের জন্য ভালো।'

গাইবান্ধার এন এইচ মডার্ন উচ্চবিদ্যালয়, সদর উপজেলার বোয়ালি ইউনিয়নের [illegible]রাপুর উচ্চবিদ্যালয়, পার্শ্ববর্তী বদিয়াখালী [illegible] বিদ্যালয়সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখা [illegible]ছ, সব প্রতিষ্ঠানই বন্ধ। বেসরকারি [illegible]ক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে এক মাস ধরে [illegible]নো ক্লাস হচ্ছে না। অনেক শিক্ষক আবার [illegible]টার তালিকার দায়িত্ব পেয়ে সেটাও করছেন [illegible] এন এইচ মডার্ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান [illegible]ক আনিছুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে জানা [illegible]ছ, সাত মাস পেরিয়ে গেলেও পাঠ্যসূচির ৭০ ভাগ এখনো পড়ানো বাকি রয়ে গেছে।

বরিশালের কালকিনি উপজেলার আন্ডার দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মো. নূরুল হক [illegible]ন, ধর্মঘটের কারণে ক্লাসের ক্ষতি হয়েছে। [illegible]র দুই দফা ভোটার তালিকার কাজ করতে [illegible]ও লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি করেছে। [illegible]রনদী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক [illegible]লানা গিয়াসউদ্দিন বলেন, ছাত্রছাত্রীদের [illegible]ত করার কথা চিন্তা করলে আমাদের খারাপ [illegible]গ। রমজানসহ সামনে অন্যান্য ছুটি কমিয়ে [illegible]রা তাদের পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

বরগুনা জিলা স্কুলসংলগ্ন প্রাথমিক [illegible]লয়, শহরের ইউটিডিসি, পাজরাভাঙ্গা, [illegible] উপজেলার নলটোনা ইউনিয়নের বাবুগঞ্জ [illegible]কারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গৌরচন্দ্রাসহ [illegible]ন্ন জায়গার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘুরে একই চোখে পড়েছে।

(প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন [illegible]জ্জামান শাহীন, খুলনা, মো. নেয়ামত [illegible]হ দৌলতপুর, ভোলা, তানভির হাসান [illegible]গঞ্জ, হায়দার আলী নরসিংদী, সুমন মোল্লা [illegible]র, জহুরুল ইসলাম জহির গৌরনদী, [illegible]শাল, শাহাবুল শাহীন তোতা গাইবান্ধা, [illegible] মেহেদী সিলেট, মাহমুদ রিয়াদ ঝালকাঠি